১৩-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- একমাত্র ভোলানাথ বাবা যিনি জ্ঞান রত্নে তোমাদের ঝুলি ভরে দেন, উনি হলেন কল্প বৃক্ষের বীজ রূপ, কারো সঙ্গে ওঁনার তুলনা করা যাবেনা "

প্রশ্নঃ- অনেক বাচ্চারা বাবাকেও ঠকানোর চেষ্টা করে, কিভাবে ও কেন ?

উত্তর :- বাবাকে যথার্থ রূপে না জেনে নিজের ভুল লুকিয়ে রাখে, সত্যি কথা বলে না, সভায় লুকিয়ে বসে । তারা জানে না যে ধর্মরাজ বাবা সবই জানেন। বাবাকে সত্যি কথা বলা এটিও হল কর্ম ভোগের সাজা কম করার একটি উপায়।

গান : - ভোলানাথের চেয়ে অনুপম নয় যে কেউ আর .....

ওমশান্তি। বাচ্চারা বুঝেছে যে ভোলানাথ সদা শিবকেই বলা হয়। শিব ভোলা ভান্ডারী। শঙ্করকে ভোলানাথ বলা যাবেনা। না-ই অন্য কাউকে জ্ঞানের সাগর বলা যাবে। বাবা বলেন আমিই এসে বাচ্চাদের আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ (জ্ঞান) শোনাই। সুতরাং জ্ঞানের সাগর একজনই - না -ই শঙ্কর , না-ই অব্যক্ত ব্রহ্মা। অব্যক্ত ব্রহ্মাকেও ভগবান বলা হবেনা। এবারে বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি ই হলাম তোমাদের পারলৌকিক পিতা। পরলোক না-তো স্বর্গ কে বলা হবে , না নরককে। পরলোক হল সর্বোচ্চ উপরের স্থান , যেখানে আত্মারা বাস করে তাই ওঁনাকে বলা হয় পরম প্রিয় পারলৌকিক পরম পিতা কারণ উনি পরলোকে বাস করেন। ভক্তিমার্গে যারা প্রার্থনা করে তাদের চোখ উপরের দিকেই যায়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি হলাম সম্পূর্ণ বৃক্ষের বীজ রূপ। একমাত্র শিব ছাড়া অন্য কাউকে ক্রিয়েটর বলা যাবেনা। উনি হলেন একমাত্র ক্রিয়েটর বা রচয়িতা বাকি সবকিছু হল ওনার রচনা। এবারে রচয়িতা রচনাকে বর্সা দেন । সবাই বলে ঈশ্বর অথবা খোদা আমাদের জন্ম দিয়েছেন। সুতরাং সেই ঈশ্বরকে সবাই ফাদার বলবে। গান্ধীকে তো ফাদার বলবেনা। বেহদের রচয়িতা বাবা হলেন একজন-ই । তিনি-ই বোঝান আমি হলাম তোমাদের পারলৌকিক পিতা। বাকি আত্মারা তো সবাই একরকম , কোনো ছোট বড় হয়না। যেমন জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা, জ্ঞান তারা .... সেই সূর্য চাঁদের সাইজে তফাৎ আছে কিন্তু আত্মাদের সাইজ এক। বাবা বলেন আমি সাইজে বড় নই কিন্তু পরম ধামে বাস করি তাই আমায় পরম আত্মা বলা হয়। পরমাত্মা-তেই সমস্ত জ্ঞান আছে। উনি বলেন আমি অশরীরী তেমনই আত্মাও কিছু সময়ের জন্য পরম ধামে অশরীরী অবস্থায় থাকে। বাকি নাটকের স্টেজে বেশি সময় থাকে। তো যেমন তোমরা আত্মারা হলে তারার মতন তেমনই আমিও তারার মতন। যদি আমি বৃহৎ আকারে হই তবে এই দেহে ফিট হবনা। যেমন অন্য সব আত্মারা পার্ট করতে আসে , তেমনি আমিও আসি। বাবার ভক্তিমার্গ থেকে পার্ট আরম্ভ হয়। সত্যযুগ ত্রেতায় তো পার্ট-ই নেই। এবারে নিজে এসে আমাদের সম্পূর্ণ বর্সা দেন। নিজের থেকেও দুই শ্রেণী উপরে নিয়ে যান (শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ, তারপর দেবতায় পরিণত করেন) । আমাদের ব্রহ্মান্ড ও সৃষ্টি দুইয়ের-ই মালিক করেন। এইসব তো প্রত্যেক বাবার কর্তব্য বাচ্চাদের যোগ্য করা, কতখানি সার্ভিস করেন। কারও সাতটি সন্তান থাকে, তার মধ্যে কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ উকিল হলে বাবার গর্ব হয়। লোকেও তার প্রশংসা করে যে বাবা সব বাচ্চাদের পড়াশোনা করিয়ে যোগ্য করেছেন। কেউ হয় কেউ হয়না। কেউ কিছু কেউ কিছু অন্য তৈরি হয়। যদিও বাবা বলেন আমি তোমাদের কত যোগ্য করে তুলি। এই বাবাকে দেখ উনি

কেমন ! এনার স্থূল নাম রূপ নেই । অন্যের দেহে প্রবেশ করে পড়ান। এ হল কল্প পূর্বের হুবহু পাঠশালা , সুতরাং গীতার ভগবান গীতা পাঠশালা তৈরি করেছিলেন নিশ্চয়। যেখানে সবাইকে জ্ঞান ঘাস , জ্ঞান অমৃত খাওয়ান হয়েছে। কেউ বলে কৃষ্ণের গো-শালা , কেউ বলে ব্রহ্মার। কিন্তু আসলে কি - শিববাবার দেহ না থাকার দরুন ব্রহ্মার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে । বাকি কৃষ্ণর তো গরু পালনের দরকার নেই। কৃষ্ণকে পতিত পাবন বলা যায় না । গান্ধীও গীতা হাতে নিয়ে মুখে সীতারাম বলতেন কারণ উনি রাম , কৃষ্ণ, কচ্ছ মচ্ছ সবেতেই ভগবান আছেন এইরূপ ভাবতেন। প্রথমে আমরাও এইরকমই ভাবতাম। আমাদের বুদ্ধির তালাও বন্ধ ছিল। এবারে বাবা এসে জাগিয়েছেন। সবাইকে কবর থেকে মশার মতন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । তারপরে সৃষ্টিতে নামবে নিজের সময় অনুসারে। তোমাদের বাবা বোঝান যে একমাত্র আমায় স্মরণ করো। স্টুডেন্টদেরও পিতা শিক্ষক স্মরণে থাকে। তোমাদের তো বাবা পড়ান। ইনি হলেন তোমাদের গুরু। তিনজনের ফোর্স আছে। তবুও এমন বাবাকে ভুলে যাও ! এমন বাচ্চারাও আছে (যারা নিজেদের ফুল কাস্ট বলে) -- যারা ৫ মিনিটও স্মরণ করেনা। তখন বাবা বলেন -- ওহো মায়া ! আমি বাচ্চাদের বুদ্ধির তালা খুলি , তুমি বন্ধ করে দাও। একটুও বিকারে গেলেই বুদ্ধির তালা লক আপ (lock up) হয়ে যায়। তবুও সত্য কথা বলে দিলে সাজা কম হয়ে যায়। জজের সামনে নিজেই নিজের ভুল স্বীকার করলে সাজা কম হয়ে যায় । বাবাও এমনই করেন, যদি কেউ খারাপ কাজ করে লুকায় তাহলে তাকে কঠিন সাজা ভোগ করতে হয়। তাই ধর্মরাজের কাছে কিছু লুকানো উচিত নয়। এমন অনেকে আছে যারা বিকারগ্রস্ত হয়ে সভায় এসে লুকিয়ে বসে কিন্তু ধর্মরাজের কাছে কিছু লুকানো যায় কি ? নিশ্চয় না থাকলে এমন বাবাকেও ঠকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সাকারকে যদিও ঠকানো যায় , নিরাকার বাবা তো সব জানেন , তোমাদের এই দেহ দ্বারা শিক্ষাও তিনিই দিচ্ছেন । তোমাদের অনেকেই জিজ্ঞাসা করে যে দাদার (ব্রহ্মাবাবার) দেহে বাবা আসেন কিভাবে ? ইনি তো গৃহস্থে ছিলেন। সন্তান ছিল , এনার মধ্যে কিভাবে আসেন, কেন কোনো সাধু সন্ন্যাসীর দেহে আসেন না ? কিন্তু পরমাত্মা পতিত দের পবিত্র করার জন্যে এসেছেন। যিনি পূজারী থেকে পূজ্যে পরিণত করছেন , এও তো একরকম বাজোলি খেলা হল। ব্রাহ্মনরাই দেবতা , তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য , শুদ্র .... এইসব বর্ণও ভারতেই আছে। অন্য কোথাও বর্ণ নেই। এবারে আমি ১৫ মিনিট ভাষণ দিলাম। এইভাবেই তোমরাও বোঝাতে পারো। বাবা ডাইরেক্ট বলেন। তোমরা বলবে শিববাবা এইভাবে বোঝান শিব আলাদা, শঙ্কর আলাদা -- এই কথাটিও পরিষ্কার করে বোঝাতে হবে। এই হল বাবার পরিচয় দেওয়া। যখন গভর্নমেন্টের খাতা (list) বেরোয় যে হু'জ হু (কে কে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে স্বনামধন্য) । ঠিক তেমনই হু ইজ হু প্রি অর্ডিনেট ড্রামা। আমরা বলব উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর তারপরে লক্ষ্মী নারায়ণ , রাম সীতা তারপরে ধর্ম স্থাপকেরা। এই ভাবে দুনিয়া পুরানো হতে থাকে। তোমরা দেবতারা বাম মার্গে চলে যাও। এখন বাবা এসে জাগিয়ে বলছেন সবকিছু আমায় সমর্পণ করো আর আমার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো। শ্রীমৎ তো ওনার ই বলা হবে।

বাকি লক্ষ্মী নারায়ণ , সীতা রাম , যাঁদের স্মরণ করা হয় সবাই বাম মার্গে চলে গেছে আর কে শ্রীমৎ দিতে পারে। ভক্তদের মনস্কামনা বাবাই পুরো করেন , ভালাই কেউ যে রূপেই বিশ্বাস করুক তাদেরও ভাবনা আমি পুরো করি। এর অর্থ এই বের করা হল যে সব রূপেই ভগবান আছেন । বাবা অনেক রহস্য বুঝিয়ে দেন। কিন্তু যে বুঝবে সেও তো নম্বর অনুসারে তাই পদ মর্যাদাও নম্বর অনুযায়ী আছে। দৈবী রাজ্য স্থাপন হচ্ছে , ধর্ম স্থাপন নয়। ধর্ম তো অন্য ধর্মের মানুষ স্থাপন

করে। শিববাবা তো ব্রহ্মা দ্বারা রাজার রাজা করছেন। রাজার রাজা - এই কথা টির অর্থ ও তোমাদের বোঝান হয়েছে। বিকারী রাজারা তোমাদের পুজো করে , তাহলে কত বড় পদ তোমরা প্রাপ্ত করো। বাবার মিষ্টি কথা তোমাদের ভালো লাগে কিন্তু উঠে গিয়ে চা পান করলেই সেই নেশা কম হয়ে যায়। গ্রামে ফিরলে একেবারেই উধাও হয়ে যায়। এখানেতো তোমরা শিববাবার ঘরে বসে আছ। ওখানে গেলে তফাৎ হয়ে যায়। যেমন স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রী চোখের জল ফেলে। সে তো কোনো সুখ দেয়না, এই বাবা তো তোমাদের কত সুখ দেন , তাই এঁনাকে ছেড়ে যেতেও চোখে জল আসে ! অনেকে বলে আমরা এখানেই বসে থাকি। তাহলে তোমাদের সন্তানদের কি হবে ? তারা বলে বাবা আপনি সামলান। আমি কতজনের সন্তান সামলাব ! আরে দাঁড়াও, সার্ভিসেবল হও, তাহলে তোমাদের বাচ্চাদের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। শুরুতে কম ছিল তখন তাদের বাচ্চাদের সামলানো হয়েছে , এখন অনেক। বসে তাদের বাচ্চা সামলাতে গিয়ে যদি একটি বাচ্চাও হারিয়ে যায় তাহলে বলবে আমাদের বাচ্চা হারিয়ে দিয়েছে। যাদের সামলাতে ভার দেওয়া হয় -- তারাও বলে আমরা অন্যদের কর্ম বন্ধন কেন সামলাব । আচ্ছা , তবে একমাত্র শিব বাচ্চাকে সামলাও উনিই তোমাদের বাচ্চা সামলাবেন। বাকি এমন বাবাকে কখনও ত্যাগ কোরোনা। এমন অনেকে ত্যাগ করে গেছে। তাদের মূর্খের অবতার বলা হয়। যতই কোনো ব্রহ্মাকুমার কুমারীর সঙ্গে মনোমালিন্য হোক না কেন শিববাবার থেকে কখনও মুখ ফিরিয়ে নিও না। তিনি তো তোমাদের রাজ্য ভাগ্য দিতে এসেছেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ন স্মরণ ও গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) নিজের সবকিছু বাবাকে সমর্পণ করে সম্পূর্ণ ভাবে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। কোনো রকম খারাপ কাজ করে লুকাবেনা, জজকে সত্যি কথা বলে দিলে সাজা কম হয়ে যাবে।

২) বাবার থেকে কখনও মুখ ফিরিয়ে নেবে না। সার্ভিসেবল হতে হবে। নিজের কর্মবন্ধন নিজেকেই কাটতে হবে।

বরদান :- শক্তিশালী স্মরণ দ্বারা পরিবর্তন , খুশী এবং হালকা অনুভবকারী স্মৃতিরূপ সমর্থ স্বরূপ হও।

ব্যাখা: শক্তিশালী স্মরণের দ্বারা একই সময়ে ডবল অনুভব হয়। এক দিকে স্মরণ অগ্নি ভস্মীভূত করে, পরিবর্তনের কাজ করে আর অন্য দিকে খুশী ও হালকা অনুভব করায়। এমন বিধি পূর্ন শক্তিশালী স্মরণকে যথার্থ স্মরণ বলা হয়। এমন যথার্থ স্মরণে থাকে যে স্মৃতি স্বরূপ বাচ্চারা, তারাই হল সমর্থ। এইরূপ স্মৃতি তথা সমর্থ স্বরূপ-ই একনম্বর প্রাইজের অধিকারী করে দেয়।

শ্লোগান - সে-ই হল অনুভবী যার হৃদয় মজবুত ও পরিপক্ক ।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য

১) " ভগবানের আগমনের অনাদি রচিত অনুষ্ঠান "

এই যে মানুষেরা গান গায় হে গীতার ভগবান নিজের কথা রাখতে এস । এখন সেই গীতার ভগবান স্বয়ং নিজের কল্প পূর্বের কথা রাখতে এসেছেন আর বলছেন যে বাচ্চারা, যখন ভারতে ধর্মের অতি গ্লানি হয় তখন আমি নিজের কথা রাখতে অবশ্যই আসি, এবারে আমার আসার অর্থ এই নয় যে আমি প্রতিটি যুগে আসি । সব যুগে তো ধর্ম গ্লানি হয়না , ধর্ম গ্লানি হয় শুধু কলিযুগে, তাই বুঝতে হবে যে পরমাত্মা কলিযুগে আসেন। আর কলিযুগ আসে প্রতি কল্পে, তার মানে আমিও প্রতি কল্পে আসি। একটি কল্পে চারটি যুগ আছে, একত্রে যাকে কল্প বলা হয়। অর্ধকল্প সত্যযুগ ত্রেতায় আছে সতোগুণ সতোপ্রধান সেখানে পরমাত্মার আসার প্রয়োজন নেই। তৃতীয় দ্বাপর যুগে তো অন্য ধর্মের আরম্ভ কাল , সেই সময়েও অতি গ্লানি হয়না এর থেকে প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মা তিনটি যুগে তো আসেনই না , বাকি থাকল কলিযুগ , এই যুগের শেষ সময়ে ধর্মের অতি গ্লানি হয়। সেই সময়ে পরমাত্মা আসেন অধর্মের বিনাশ করে সত্য ধর্মের স্থাপনা করেন। যদি দ্বাপরে এসে থাকতেন তবে এখন সত্যযুগ হওয়া উচিত। তবে কলিযুগ কেন ? এমন তো বলা হবেনা পরমাত্মা ঘোর কলিযুগের স্থাপনা করেন! এমন তো হতে পারে না। তাই পরমাত্মা বলেন আমি এক এবং একবারই এসে অধর্মের বিনাশ করে কলিযুগের বিনাশ করে সত্যযুগের স্থাপনা করি। সুতরাং আমার আসার সময় হল সঙ্গমযুগ।

২) " ভাগ্য নির্মাণের (কিসমত) কাজ পরমাত্মার আর ভাগ্য নাশের কাজ হল মানুষের"

এবারে আমরা জানি যে মনুষ্য আত্মার সৌভাগ্য নির্মাণ কে করছে ? আর ভাগ্য নাশ কে করছে ? আমরা এইরকম বলতে পারিনা যে ভাগ্য নির্মাণ ও ভাগ্য নাশ করছেন পরমাত্মা। বাকি এটা নিশ্চিত যে ভাগ্য উন্নয়ন করছেন পরমাত্মা আর ভাগ্য নাশ করছে মানুষ নিজে । এবারে এই ভাগ্য নির্মাণ হবে কিভাবে ? আর নাশ হয় কিভাবে ? এই বিষয়েই বোঝান হয়। মানুষ যখন নিজেকে জানে আর পবিত্র হয় তখন সে নিজেই নিজের দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করে। যখন আমরা দুর্ভাগ্য বলি তখন এটাই প্রমাণিত হয় যে কোনো সময়ে সৌভাগ্য ছিল, যা দুর্ভাগ্যে পরিণত হয়েছে । এবারে সেই দুর্ভাগ্যকে পরমাত্মা নিজে এসে সৌভাগ্যে পরিণত করছেন। এবারে যদি কেউ বলে পরমাত্মা নিজে হলেন নিরাকার তাহলে ভাগ্য নির্মাণ করেন কিভাবে ? এই কথাটি বোঝানো হয় যে নিরাকার পরমাত্মা কিভাবে নিজের সাকার ব্রহ্মা দেহের দ্বারা, অবিনাশী নলেজ দ্বারা আমাদের দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করেন। এই নলেজ প্রদান করা পরমাত্মার কাজ, বাকি মনুষ্য আত্মারা একজন অপর জনের ভাগ্য নির্মাণ করতে পারেনা। ভাগ্য নির্মাণের কাজ এক মাত্র পরমাত্মার। তবেই তো ওঁনার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ মন্দির ইত্যাদি এখনও রয়েছে । আচ্ছা। ওম্ শান্তি।